দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 10 MAR 2012
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ২

যুগোপযোগী কাঠামো ছাড়াই চলছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

■ নিজামুল হক

উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে, পাঠ্যক্রম আধুনিকায়নে এবং বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার সংগ্রামে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) কাঠামো অচল হয়ে পড়েছে। ১৯৭৩ সালে ৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা, প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা এবং বিভিন্ন কার্যক্রম দেখাশুনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও এখন সরকারি-বেসরকারি ৮৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনিটরিংয়ের দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানটির। অন্যদিকে সরকারি -বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মান তদারকির জন্য যে প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকার প্রয়োজন তাও ইউজিসির নেই।

এ বিষয়টি বিবেচনা রেখে ইউজিসি একটি উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের বিষয়ে আইনের খসড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে। তবে যে গতিতে আইন প্রণয়নের কাজ চলছে তাতে উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠন হতে বেশ কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতামুক্ত করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কতটা ইতিবাচক দৃষ্টিতে কাজ করবে তা নিয়েও শংকিত ইউজিসির কর্মকর্তারা। ইউজিসি জানিয়েছে, উচ্চশিক্ষা কমিশন করার জন্য রাষ্ট্রপতির মতামত নেয়া হয়েছে। পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

যুগোপযোগী কাঠামো

২৪ পৃষ্ঠার পর

সংশ্লিষ্টরা আরো বলেন, ২০০৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন রূপান্তর করে অন্যান্য দেশের আদলে অধিক শক্তিশালী, স্বাধীন, অর্থবহ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান করার লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু ওই সুপারিশ বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

ইউজিসিকে উচ্চশিক্ষা কমিশনে রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে ইউজিসির ধারণাপত্রে বলা হয়েছে, ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ১০নং আদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের দায়িত্ব, কর্তব্য ও কর্মপরিধি পূর্বের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কমিশনের যে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও আইনি কাঠামো রয়েছে তা বর্তমান বিশ্বের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এসব বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ইউজিসিকে অন্যান্য দেশের আদলে উচ্চশিক্ষা কমিশন হিসেবে রূপান্তরের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে অধিকতর শক্তিশালী, স্বাধীন, অর্থবহ ও কার্যকর করা দরকার।

ইউজিসির কর্মকর্তারা বলছেন, দেশে পাবলিক-প্রাইভেট মিলিয়ে মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৮৮টি। অচিরেই এ সংখ্যা একশ ছাড়িয়ে যাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি ক্রস বর্ডার হায়ার এডুকেশনের (সিবিএইচই) আওতায় আরো প্রায় অর্ধশত সিবিএইচই প্রতিষ্ঠান উচ্চশিক্ষা প্রদানে নিযুক্ত রয়েছে। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে মেডিক্যাল কলেজ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ইঞ্জিনিয়ারিং, নার্সিং, টেক্সটাইল, আর্ট, মিউজিক, ডিজাইন, ধর্মীয় শিক্ষায় ডিগ্রি প্রদানকারী আলীয়া মাদ্রাসাও উচ্চশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে প্রয়োজন উচ্চ শিক্ষা কমিশন।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বর্তমানে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নামে বাণিজ্য, নৈরাজ্য, ট্রাস্টি বোর্ড বা মালিকদের দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌছলে প্রশাসনিক ক্ষমতা কম থাকায় এ বিষয়ে কঠোর কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না ইউজিসি। যদিও এসব বিষয়ে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইউজিসির কর্মকর্তারা বলছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে তদন্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। এ বিষয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। আর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে এসব বিষয়ে কবে নাগাদ সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তা কেউ বলতে পারবে না। ফলে কোন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউজিসিকে আমলেই নিচ্ছে না।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই উচ্চ শিক্ষার জন্য পৃথক উচ্চ শিক্ষা কমিশন বা পৃথক মন্ত্রণালয় রয়েছে। এ কারণে সে দেশগুলোর উচ্চ শিক্ষা ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা পিছিয়ে পড়ছি। বিশ্বের যেসব দেশে উচ্চ শিক্ষা কমিশন রয়েছে সেগুলো হচ্ছে চীন, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য যেসব দেশে পৃথক মন্ত্রণালয় রয়েছে সেগুলো হচ্ছে শ্রীলংকা, মালয়েশিয়া, আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, আফগানিস্তান, ডেনমার্ক, মিশর, হাঙ্গেরি, জর্দান, তাঞ্জানিয়া, ফ্রান্স, জাম্বিয়া, ইরাক, সাউথ আফ্রিকা ও ইউরোপের অধিকাংশ দেশ।

ইউজিসির সচিব মো. খালেদ ইত্তেফাককে বলেন, বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই উচ্চ শিক্ষার জন্য উচ্চ শিক্ষা কমিশন বা মন্ত্রণালয় রয়েছে। ওই সব দেশের উচ্চ শিক্ষা অনেকটা এগিয়ে গেছে। তাই ওই সব দেশের আদলে আমাদের উচ্চ শিক্ষা এগিয়ে নিতে হলে এটিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতামুক্ত করে পৃথক কমিশন করা জরুরি বলে সংশ্লিষ্টরা মত দিয়েছেন। বিভিন্ন দেশের উচ্চ শিক্ষা কমিশনের সাথে বাংলাদেশের বাস্তবতা বিবেচনা করে উচ্চ শিক্ষা কমিশনের আইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। এটি ইউজিসি অনুমোদন করেছে। বর্তমানে এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রয়েছে বলে তিনি জানান।

আইনের খসড়ায় যা আছে: দেশের উচ্চ শিক্ষার লক্ষ ও উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নেয়ার জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে নাম পরিবর্তন এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে 'উচ্চ শিক্ষা কমিশন' গঠনের প্রস্তাব করা হচ্ছে। খসড়ায় বলা হয়েছে কমিশনের চেয়ারম্যান হবেন একজন পূর্ণমন্ত্রী, ৫ সদস্য হবেন প্রতিমন্ত্রী এবং কমিশনের সচিব হবেন সরকারের সচিবের মর্যাদা সম্পন্ন।

উচ্চ শিক্ষা কমিশন গঠনের পরে এটি পুরোপুরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতামুক্ত হবে। ফলে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগ, শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে এ কমিশন অভিন্ন শর্তাবলী প্রেরণ করার ক্ষমতা পাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ারও ক্ষমতা পাবে এই কমিশন।

খসড়ায় বলা হয়, একাডেমিক বিষয়সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা নিরূপণের জন্য কমিশন যখন মনে করবে তখন বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করতে পারবে।

কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় কোন অনিয়ম বা দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে কমিশন স্বপ্রণোদিত হয়ে বা কোন ব্যক্তির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত করতে পারবে এবং তদন্ত প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। এছাড়া বিভিন্ন সুপারিশও প্রদান করবে। উচ্চ শিক্ষা কমিশনের কোন সুপারিশ যদি কোন বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অনুসরণ ও পালনে ব্যর্থ হয়, তবে কমিশন উক্ত ব্যর্থতার জন্য সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকূলে প্রস্তাবিত মঞ্জুরি স্থগিতসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

এছাড়া কমিশন কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কমিশনের সাথে কোন বিরোধের সৃষ্টি হলে এবং বিশ্ববিদ্যালয় যদি মনে করে বিশ্ববিদ্যালয়টির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়েছে তবে প্রতিকার চেয়ে তারা চ্যান্সেলরের বরাবর আবেদন করতে পারবে। তবে এই আবেদন কমিশনের মাধ্যমে পেশ করতে হবে এবং কমিশন তার মতামতসহ চ্যান্সেলর বরাবর পাঠাবে।

কমিশনের খসড়ায় বলা হয়, কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার চাহিদা নিরূপণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং নীতি নির্ধারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক চাহিদা নিরূপণ ও উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি এবং মূল্যায়ন করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য ব্যর্থতা নিরূপণের জন্য প্রয়োজনীয় মানদণ্ড নির্ধারণ এবং সেই মানদণ্ডের ভিত্তিতে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পারস্পরিক অবস্থান এবং মানক্রম নির্ধারণ করবে।

খসড়ায় বলা হয়, যোগ্যতা ও উপযুক্ততার বিবেচনায় দেশের বিভিন্ন ডিগ্রি কলেজকে ডিগ্রি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদানের বিষয় কমিশন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করতে পারবে।